(1) শব্দের সাথে অর্থের সম্বন্ধ আলোচনা কর?

(2) 'অর্থ' শব্দটির নানা অর্থে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর?

(1) শব্দের সঙ্গে তার অর্থের বা শব্দ-বোধিক বিষয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্ন মত আছে — প্রাচীন মত এবং নব্য মত, প্রাচীন মতে, যে মত আজও অনেকে পোষণ করেন, শব্দের সঙ্গে শব্দ-বোধিক বিষয়ের এক স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে, শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক' — একথার মাধ্যমে এই মতের সমর্থকরা এটাই বলতে চান যে শব্দ তার বাচিত বিষয়কে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে, প্রাচীন মতে, শব্দ ও শব্দ-বোধিক বিষয়ের মধ্যে এপ্রকার সম্পর্ক থাকার ফলে, শব্দ তার বোধিত বিষয়কে প্রভাবিত করে বলে, শব্দ প্রয়োগ ঠিক অথবা বেঠিক হতে পারে, "সাপ" শব্দটি কেবল সাপকে এবং "দুর্গা" শব্দটি কেবল দেবী দুর্গাকে প্রভাবিত করে। তাহেই, দুর্গাকে বোধিত করার জন্য "সাপ" শব্দটির অথবা সাপকে বোধিত করার জন্য "দুর্গা" শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হবে না, তা বেঠিক হবে,

নব্য মতের সমর্থকেরা প্রাচীন মত অস্বীকার করে বলেন, শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে 'ঠিক,' 'বেঠিক' বলে কিছু নেই, শব্দ এক প্রথাসিদ্ধ চিহ্ন বা সংকেত মাত্র, শব্দের সঙ্গে শব্দ-বোধিক বিষয়ের বা অর্থের কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, সাদৃশ্য সম্পর্ক নেই, এমনকি শব্দটি তার বোধিত বিষয়কে কোনভাবে প্রভাবিত ও করেনা, "বিড়াল" শব্দটির সঙ্গে বিড়ালের কারণিক সম্পর্ক নেই, "বিড়াল" শব্দের সঙ্গে বিড়ালের সাদৃশ্য নেই, "বিড়াল" শব্দটি বিড়ালকে কোনভাবে প্রভাবিত করেনা, শব্দটি এক রীতিসিদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ সংকেতমাত্র. বিশেষ এক জাতের প্রাণীকে বোধিত করার জন্য প্রথমে এক ব্যক্তি বা কয়েকব্যক্তি "বিড়াল" শব্দটি উদ্ভাবন করে; পরে, ঐ প্রকারে শব্দটির ব্যবহার অনেকে গ্রহণ করলে তা এক রীতি বা প্রথায় পরিণত হয়, কাজেই শব্দ হল, মানুষের উদ্ভাবিত এক প্রথাসিদ্ধ সংকেত. মানুষই শব্দ-বোধিক বিষয়টিকে অর্থাৎ শব্দের অর্থকে নির্ধারণ করেছে, আবিষ্কার করেনি;

শব্দের সঙ্গে শব্দ-বোধিক বিষয়ের সম্পর্ককে অধ্যাপক হসপার্স একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন: বোতলের লেবেলের সঙ্গে তার ভেতরের পদার্থের সম্পর্ক যেমন, শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্কও তেমন, ধরা যাক, বোতলের ভেতরে আছে অ্যামোনিয়া আর ওপরে লেবেলে বাংলায় লেখা আছে "অ্যামোনিয়া", এখানে, "অ্যামোনিয়া" এই কালো কালির চিহ্নটির সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাসের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, সাদৃশ্য

সম্বন্ধও নেই। লেবেলটির সঙ্গে ভেতরের পদার্থের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই, কিন্তু গন্ধের সঙ্গে বোতলের ভেতরের পদার্থের যে সম্পর্ক তা স্বাভাবিক সম্পর্ক, কার্যকারণ সম্পর্ক, ঐ সম্পর্ক দেশ ভেদে, ভাষা ভেদে সর্বত্র একই থাকে, বোতলের ওপরে কোন লেবেল না থাকলেও অ্যামোনিয়া গ্যাসের বিশেষ এক ঝাঁঝালো গন্ধ শুঁকে অনেকেই (যাদের ঐ গ্যাসের সঙ্গে পরিচিতি) বলতে পারে যে, ভেতরের পদার্থটি কি, এখানে ঝাঁঝালো গন্ধ হল বোতলের ভেতরের পদার্থের প্রাকৃত চিহ্ন বা সংকেত, আর 'অ্যামোনিয়া' শব্দটি ঐ পদার্থের প্রথাসিদ্ধ চিহ্ন বা সংকেত, শব্দের সঙ্গে তার অর্থের বা শব্দ-বোধিত বিষয়ের কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই বলেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা একই বিষয় বোধিত হয়, যেমন, বাংলা শব্দ 'বিড়াল', ইংরেজি শব্দ 'Cat', ফরাসী শব্দ 'Chat', জার্মান শব্দ 'Katze' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ একই প্রাণীকে বোধিত করে।

(2) "অর্থ" শব্দটি দুটি প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয় — 'শব্দের অর্থ' এবং 'বস্তু বা বিষয়ের অর্থ', অন্যান্য বস্তু বা বিষয় অর্থে "অর্থ" শব্দটির বিভিন্ন অর্থ আছে. অধ্যাপক হসপার্স এমন আট রকম অর্থের উল্লেখ করেছেন. যথা —

(i) নির্দেশক অর্থে :-

অনেক সময় আমরা "অর্থ" শব্দটিকে নির্দেশক অর্থে প্রয়োগ করি, যেমন, আমরা বলি — 'এইরকম কালো মেঘের অর্থ হল আসন্ন ঝড়-বৃষ্টি'. এখানে "অর্থ" শব্দটি নির্দেশক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে,

(ii) কারন অর্থে :-

কখনো কখনো আমরা "অর্থ" বলতে কারনকে বুঝি, "মেঘের অর্থ বৃষ্টি", এমন বললে "অর্থ" শব্দটিকে কারন অর্থেও ব্যবহার করা হয়. মেঘ যে বৃষ্টির কারন — এটাই এখানে "অর্থ" শব্দটির অর্থ,

(iii) কার্য অর্থে :-

অনেক সময় "অর্থ" শব্দটিকে আমরা কার্য অর্থে প্রয়োগ করি, যেমন — "তীব্র বিষপানের অর্থ মৃত্যু", "ক্যানসারের অর্থ মৃত্যু" ইত্যাদি বাক্যে "অর্থ" শব্দটি কার্যফল বা পরিনতি অর্থে ব্যবহৃত হয়,

(iv) অভিপ্রায় অর্থে :-

ক্ষেত্র বিশেষে "অর্থ" শব্দটি অভিপ্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন একজন অন্যজনকে বলে, "তোমাকে এভাবে (কটু কথা) বলায় অর্থ হল তোমাকে সতর্ক করা" তখন "অর্থ" বলতে বোঝায় 'অভিপ্রায়', এখানে বক্তা শ্রোতাকে এটাই বলতে চায় যে, তার (বক্তার) এভাবে বলার অভিপ্রায় ছিল তাকে (শ্রোতাকে) সতর্ক করা,

Scanned by TapScanner

(v) ব্যাখ্যা অর্থে :-

ব্যাখ্যা অর্থেও আমরা অনেক সময় "অর্থ" শব্দটিকে ব্যবহার করি। যেমন - 'তোমার এমন আচরণের অর্থ কি?' এই রকম 'কি' বা 'কেন' জাতীয় প্রশ্নে "অর্থ" শব্দটি সাধারণত ব্যাখ্যা অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

(vi) উদ্দেশ্য অর্থে :-

"উদ্দেশ্য" ও "অভিপ্রায়" শব্দ দুটি সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কাজেই "অর্থ" শব্দটি যখন উদ্দেশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা অভিপ্রায় অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন — 'তোমার এমন কাজ করার অর্থ হল তোমাকে জব্দ করা' এই বাক্যে "অর্থ" শব্দটির অর্থ যেমন 'উদ্দেশ্য' হতে পারে তেমনি 'অভিপ্রায়ও' হতে পারে।

(vii) প্রসঙ্গ অর্থে :-

প্রসঙ্গ অর্থেও "অর্থ" শব্দটি ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত হয়, প্রসঙ্গ বলতে সাধারণত বোঝায় — বাক্যের সঙ্গে বাক্যের এক রকম সম্বন্ধ। যেমন — 'রাম সীতার পতি হলে তার অর্থ হবে সীতা রামের পত্নী'; এখানে "অর্থ" শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গ সম্বন্ধ, কেননা এখানে একটি বাক্য থেকে ('রাম সীতার পতি' অথবা 'সীতা রামের পত্নী') অন্য বাক্যটি ('সীতা রামের পত্নী' অথবা 'রাম সীতার পতি') অনিবার্যরূপে নিষ্কাশিত হয়।

(viii) তাৎপর্য অর্থে :-

"অর্থ" শব্দটি আবার অনেক সময় তাৎপর্য বা গূঢ় অর্থ বা গুরুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন বলা হয়, "স্বাধীনতার অর্থ তুমি জান না" তখন "অর্থ" শব্দটি তাৎপর্য বা গূঢ় অর্থ বা গুরুত্ব অর্থেই ব্যবহৃত হয়, বক্তা এখানে শ্রোতাকে এটাই বলতে চান যে, "স্বাধীনতা" শব্দটি সে (শ্রোতা) শুনে থাকলেও তার গূঢ় অর্থ, গুরুত্ব অর্থাৎ তাৎপর্য জানে না।

Scanned by TapScanner